সংবাদ

তারিখ ... 07 SEP 2016 ...
পৃষ্ঠা ...১১... কলাম ...৬...

যশোরে জলাবদ্ধতা, বন্যায় স্থগিত ৪৫১ স্কুলের পরীক্ষা

বিপাকে ১২ হাজার সমাপনী পরীক্ষার্থী

যশোর অফিস

জলাবদ্ধতা ও বন্যার কারণে যশোরের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে শুধু পাঠদান ব্যাহত হচ্ছে না। স্থগিত করা হয়েছে যশোরের ৪৫১ প্রাথমিক বিদ্যালয়ের পঞ্চম শ্রেণীর মডেল টেস্ট পরীক্ষা। এতে বিপাকে পড়েছে প্রাথমিক সমাপনীর প্রায় ১২ হাজার পরীক্ষার্থী। সমাপনী পরীক্ষার আগে মডেল টেস্টে অংশগ্রহণ করতে না পারায় প্রস্তুতিতে পিছিয়ে পড়ছে তারা। ফলে কাঙ্ক্ষিত ফলাফল নিয়ে আশঙ্কা শিক্ষক, শিক্ষার্থী ও অভিভাবকরা। তবে শিক্ষা কর্মকর্তা বলছেন, প্রস্তুতি হিসেবে এই পরীক্ষা গ্রহণ করা হয়। সমাপনী পরীক্ষায় এর তেমন কোন প্রভাব পড়বে না। ঈদের পরই সুবিধামতো সময়ে তাদের এ মডেল টেস্ট পরীক্ষা নেয়া হবে। যশোরে তিন উপজেলায় এমন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা ৪৫১টি। তবে এখনও কোন প্রতিষ্ঠান বন্ধ ঘোষণা হয়নি। পাঠদান কার্যক্রম না চললেও চলছে দাপ্তরিক কার্যক্রম।

গত ১০ আগস্ট বুধবার রাত থেকে বৃহস্পতিবার সকাল পর্যন্ত যশোরে রেকর্ড পরিমাণ বৃষ্টি হয়। যশোরের সেই দিন ২৪ ঘণ্টায় ২৪০ মিলিমিটার বৃষ্টিপাত রেকর্ড করা হয়েছে। বিমানবাহিনীর মতিউর ঘাঁটির আবহাওয়া দফতরের হিসাব অনুযায়ী, ভোর ছয়টা থেকে বেলা ৩টা পর্যন্ত ৯ ঘণ্টায় যশোরে মোট ১৭৫ মিলিমিটার বৃষ্টিপাত রেকর্ড করা হয়, যা চলতি বর্ষা মৌসুমে যশোরে সর্বোচ্চ বৃষ্টিপাত। এতে যশোরের অধিকাংশ নিচু এলাকা প্লাবিত হয়েছে। প্লাবিত হয়েছে যশোর জেলা কেশবপুর, মণিরামপুর, অভয়নগরসহ নিম্নাঞ্চল। আর টানা বর্ষণের পর জলাবদ্ধতায় যশোরের মণিরামপুর, কেশবপুর ও অভয়নগর উপজেলার অন্তত দু'শতাধিক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে পানি উঠে যায়। শিক্ষাকার্যক্রম চরমভাবে ব্যাহত হয়। জোড়াতালি দিয়ে চলছে শিক্ষাকার্যক্রম। তবে গত ২০ দিনেও পানি নিষ্কাশন না হওয়ায় জোড়াতালি দিয়ে পরীক্ষা নেয়া সম্ভব নয়। ফলে কর্তৃপক্ষ তিন উজেলার ৪৫১টি প্রতিষ্ঠানের মডেল টেস্ট পরীক্ষা স্থগিত করেছে। জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিস সূত্র জানায়, গত ২৮ আগস্ট থেকে প্রাথমিক সমাপনী পরীক্ষার্থীদের মডেল টেস্ট শুরু হয়েছে। জেলার অন্য উপজেলায় পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হলেও তিনটি উপজেলায় হচ্ছে না। জলাবদ্ধতা ও আশ্রয় কেন্দ্র খোলায় তিন উপজেলার ৪৫১টি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে পরীক্ষা গ্রহণ করা সম্ভব হচ্ছে না। যশোরের মণিরামপুর উপজেলায় ২৬৬টি, কেশবপুর উপজেলার ১৫৮টি ও অভয়নগর উপজেলার ১৬৮টি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান মধ্যে ২৭টি স্কুলের পরীক্ষা স্থগিত করা হয়েছে। এর মধ্যে মণিরামপুর উপজেলার শিক্ষার্থীর সংখ্যা ৬ হাজার ৮৪৮ জন। কেশবপুর উপজেলার শিক্ষার্থীর সংখ্যা চার হাজার তিন শত জন। অভয়নগর উপজেলার দুইশ শিক্ষার্থী এ পরীক্ষা অংশ নিতে পারছে না।

কেশবপুরের মূলগ্রাম সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষক তাপস রায় বলেন, স্কুল মাঠে জলাবদ্ধতার সৃষ্টি হয়েছে। জলাবদ্ধ পরিবারের ছেলে মেয়েরা নিয়মিত স্কুলে আসছে না। জলাবদ্ধতার কারণে এলাকার কয়েকটি পরিবার স্কুল ঘরে আশ্রয় নিয়েছে। এতে স্কুলের স্বাভাবিক কার্যক্রম ব্যাহত হচ্ছে। সমাপনী পরীক্ষা স্থগিত করা হয়েছে।

অভিভাবকরা জানান, জলাবদ্ধতার কারণে শিক্ষার্থীরা স্কুলে যেতে পারছে না। পড়াশুনার প্রস্তুতিতে পিছিয়ে পড়ছে ছেলে মেয়েরা। তবে শিক্ষক কর্মকর্তারা বলছেন, পানি সরে গেলে ঈদের পর তাদের মডেল টেস্ট পরীক্ষা নেয়া হবে।

মনিরামপুর উপজেলার প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার আব্দুল জব্বার সরদার বলেন, জলাবদ্ধতার কারণে ২৬৬টি স্কুলের মডের টেস্ট পরীক্ষা স্থগিত করা হয়েছে।

কেশবপুর উপজেলার প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার মিরাজুর আশরেকীন বলেন, জলাবদ্ধতার কারণে মডের টেস্ট পরীক্ষা নেয়া সম্ভব হচ্ছে না। ঈদের পর তা নেয়া হবে।

অভয়নগর উপজেলার প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার জি এম আলমগীর কবীর বলেন, বন্যা ও জলাবদ্ধতার কারণে ১১৫টি স্কুলের মধ্যে ২৭টি স্কুলের পরীক্ষা স্থগিত করা হয়েছে। যশোর জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার তাপস কুমার অধিকারী বলেন, জলাবদ্ধ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান বন্ধ রয়েছে। সেখানে পরীক্ষা গ্রহণের পরিবেশ নেই। এজন্য মডেল টেস্ট পরীক্ষায় তিন উপজেলার শিক্ষার্থীরা অংশ নিতে পারছে না।